গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের পর্যালোচনা, শোকেসিং ও শেয়ারিং বিষয়ক কর্মশালার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
স্থান	:	এমআইএস অডিটোরিয়াম (২য় তলা) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
তারিখ ও সময়	:	১২ জানুয়ারি ২০১৭, বিকাল ০৩.০০ টায়।
আয়োজনে	:	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
অংশগ্রহণকারী	:	মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী ১৮ জন কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট "ক"।

কর্মশালার শুরুতে জনাব আ: গাফফার খান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। এরপর এটুআই প্রোগ্রাম এর পরিচালক (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট) ও যুগ্ম সচিব জনাব শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক কর্মশালার প্রেক্ষাপট ও পটভূমি তুলে ধরেন। এসময় অংশগ্রহণকারীদের উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নে শিখন, চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং লার্নিং জার্নি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা শেষে উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ তাদের উদ্যোগুলি দেয়ালে বিভিন্ন তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে করেন। এতে মূলতঃ সমস্যা, সমস্যা সমাধানে গৃহিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ফলাফল তুলে ধরা হয়। শোকেসিং চলাকালীন সময়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত ৬ জনের রিসোর্স পার্সন টিম প্রতিটি উদ্যোগ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে উদ্যোগুলির সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক রেপ্লিকেশন/স্কেলআপযোগ্য উদ্যোগসমূহ চিহ্নিত করেন।

বৈকালিক সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ শোকেসিংকৃত উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগুলি পরিদর্শন করেন ও উদ্ভাবকদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। এসময় তারা প্রতিটি উদ্যোগের ভূয়সি প্রসংসা করেন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এটুআই প্রোগ্রাম এর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মানিক মাহমুদ।

প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় রেপ্লিকেশনকে সজ্ঞায়িত করে বলেন, যেটা মডেল হিসেবে অন্য জায়গায় বাস্তবায়ন করা যায় তাকেই রেপ্লিকেশন বলা যেতে পারে। তিনি রেপ্লিকেশনের জন্য কি করবো, কিভাবে আমরা রেপ্লিকেট করবো, সরকারি অর্থ কোথায় লেগেছে, কোথায় সরকারি অর্থ লাগেনি সেগুলি চিহ্নিত করার উপর জোর দেন। সরকারি অর্থ ব্যয় না হলে রেপ্লিকেশনের সংখ্যা বাড়াতে সমস্যা থাকার কথা নয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেছে নিতে হবে। ১৩ টি উদ্যোগই বেষ্ট প্র্যাকটিস হিসেবে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি আইডিয়ার সাথে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা যুক্ত করার পরামর্শ দেন। মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর এবং এটুআই প্রোগ্রামের সমন্বয়ে একটি টিম করা দরকার। রেপ্লিকেশন করার জন্য কোথায় কাজ করতে হবে, কিভাবে কাজ করতে হবে তা নিশ্চিত করবে। ৩ মাস সময় নেয়া যেতে পারে। এরপর পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে। টিম আগামী এপ্রিলের মধ্যে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে। প্রাইভেট সেক্টরকে উদ্ভাবনে যুক্ত করতে হবে, তবে নিজেরা আরেকটু সফল হবার পর। আমাদের কাজগুলি ঈর্শ্বনীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তারা আমাদের থেকে শিখবে।সিটিজেনস যুক্ত হবে। এসডিজি কে মাথায় রেখে এগুতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বুলেটিনে উদ্ভাবন বিষয়ক একটি পোষ্ট যুক্ত করে দেয়া যেতে পারে।

বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, স্বাস্থ্য সেবার মান কিভাবে উন্নত করা যায়, সেজন্য আপনারা নিবেদিতভাবে কাজ করেছেন। কাজ চলতে থাকবে, অনেকগুলি

উদ্যোগে পরিপক্কতা আসেনি। আপনারদের কাজগুলি এগিয়ে নিন, কোনভাবেই হতাশ হলে চলবে না। পরবর্তী কর্মশালায় এগুলি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবায় উদ্ভাবন ঘটানোর উপর জোর দিয়ে বলেন, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। এজন্য সকলের উপস্থিতি বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যদের উদ্যোগগুলিও বিবেচনা করা যেতে পারে। উদ্ভাবনের মাধ্যমে সকলের মাইন্ড সেটে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এসডিজি এর তৃতীয় গোলটি স্বাস্থ্য খাতের। উদ্ভাবকদের বলেন, আপনারা অনন্য। অন্যরা আপনাদের নিকট শিখবে, অনুসরণ করবে। অচিরের স্বাস্থ্য সেবা খাতের চিত্র বদলে যাবে, যার কারিগর হলেন আপনারা।

বিশেষ অতিথি জনাব এম.এন জিয়াউল আলম, সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উদ্ভাবনের ফলোআপের কথা উল্লেখ করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় এটি সঞ্চালনা করেন। এর মাধ্যমে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনাসহ সার্বিক বিষয় সমন্বয় করা হচ্ছে।

সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, পাইলটিং শেষ মানেই কাজ শেষ নয়। এগুলি চলমান রাখতে হবে। ইনোভেশনের কাজ শেষ হবার নয়। তিনি বলেন, এই উদ্যোগগুলি পাইলটিং করতে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন নেই। কিভাবে এগুলি এগিয়ে নেয়া যায় সে বিষয়ে তিনি সর্বাত্বক চেষ্টা করবেন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শামীম ইকবাল, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বলেন, অধিদপ্তরের আওতাধীন যে সকল উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যেগুলি সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত সেগুলিকে মডেল হিসেবে এগিয়ে নেবার জন্য অধিদপ্তর থেকে সার্বিক সহায়তা করা হবে।

জনাব আ: গাফফার খান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সারাদিনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, শিখন, সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ এবং রেপ্লিকেশন যোগ্য আইডিয়াগুলি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি উদ্যাগই অনেক ভালো। উদ্ভাবকগণ অত্যন্ত আন্তরিক ও নিবেদিতভাবে এগুলির সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এসময় উদ্ভাবকদের পাইলটিং বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদ,অধিদপ্তর, এনজিও সহ যারা সহায়তা করেছেন, স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে অংশীদার হয়েছেন, এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সম্মানিত প্রধান অতিথির উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

২. পর্যালোচনা সভায় বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক	আলোচনার বিষয়	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	উদ্ভাবনী উদ্যোগ রেপ্লিকেশন/ স্কেলআপ	১। ৪ টি উদ্যোগ রেপ্লিকেশন এর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে মার্চ এর মধ্যে এবং বাস্তবায়ন শুরু হবে জুন ২০১৭ থেকে। রেপ্লিকেশন এর জন্য চিহ্নিত উদ্যোগুলি হলো: ক). উদ্যোগের শিরোনাম: সরকারি হাসপাতালে বহিঃবিভাগে সেবা সহজীকরন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা: ডা. এ কে এম শামছুদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উজিরপুর, বরিশাল। খ) উদ্যোগের শিরোনাম: কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু হার কমানো বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা: ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ আচার্য্য, সিভিল সার্জন, যশোর	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ক্রমিক	আলোচনার বিষয়	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		গ) উদ্যোগের শিরোনাম: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ড্রপ আউট হার কমানো, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা: মোঃ আবুল কাশেম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, নড়াইল। ঘ) উদ্যোগের শিরোনাম: প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি ড্রপ-আউটের হার কমান, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা: নাসিমা ইয়াসমিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা কুষ্টিয়া সদর। ২। অবশিষ্ট ৯ টি উদ্যোগ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পরিমার্জন করে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্যোগগুলি বাছাই করতে হবে। পুণরায় শোকেসিং করে এগুলির রেপ্লিকেশন/স্কেলআপ করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং এটুআই প্রোগ্রাম একসাথে বসে এগুলি নির্ধারণ করবে। মন্ত্রণালয় ও এটুআই প্রোগ্রাম সার্বক্ষণিক ফলোআপ করবে। ৩। যথাশীঘ্র অধিদপ্তরের প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে ইনোভেশন বক্স স্থাপন করে সেখানে ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংযুক্ত করতে হবে। ৪। উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণকে প্রনোদনা প্রদান (পুরস্কার/ডিও লেটার ইত্যাদি) স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান করতে হবে। ৫। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংযুক্তি সমস্যা দূরীকরণে স্ব স্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। ৬। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহের যৌথ উদ্যোগে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সাফল্যগাথা/success story প্রকাশনা আকারে বের করবে। যেখানে ইনোভেশন সাকসেস স্টোরি থাকবে। উদ্ভাবকরা লিখবেন। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সংগ্রহ করে সংকলিত আকারে বের করবে। ৭। সোস্যাল মিডিয়াতে সকলের অংশগ্রহণ বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সমস্যাগুলি তুলে ধরতে হবে। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ফেসবুক লিংকটি পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন বাংলাদেশ গ্রুপে শেয়ার দিতে হবে। ৮। SDG কেন্দ্রিক ইনোভেশন উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। যে উদ্যোগগুলি নেয়া হয়েছে, সেগুলির সাথে কিভাবে সমন্বয় করা যায় সেটা দেখতে হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ক্রমিক	আলোচনার বিষয়	সুপারিশ/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		৯। উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ গ্রহণে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করতে হবে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সবশেষে সভাপতি সুন্দর এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবাইকে সিরিয়াস হবার এবং নতুন নতুন আইডিয়া থাকলে জানানোর জন্য অনুরোধ জানান। যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কর্মশালায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং করণীয় বিষয়গুলি যথাসময়ে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ২০.০২.২০১৭
(অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

নং- ৪৫.১৪১.০৯৩.০১০.০০.০০৭.২০১৬-৫৩ তারিখঃ ২২.০২.২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. জনাব গৌতম কুমার সরকার, উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. জনাব মো: নুরুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. ড. মো: এনামুল হক, উপসচিব (প্রবা-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. জনাব মো: হাফিজুর রহমান চৌধুরী, উপসচিব (প্রশাসন-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. ডা: মোহাম্মদ খায়রুল হাসান, উপপ্রধান (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. জনাব মো: লুৎফর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং) শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮. ইনোভেশন অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৯. জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এমআইএস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
১০. মিসেস পুষ্প রানী বিশ্বাস, ডকুমেন্টেশন অফিসার, প্রশাসন ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
১১. ডা: গোপেন্দ্রনাথ আচার্য্য, সিভিল সার্জন, যশোর।
১২. ডা: মুনশী মো: ছাদুল্লাহ, সিভিল সার্জন, নড়াইল।
১৩. ডা: শাহ মোজাহেদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, রংপুর।
১৪. জনাব এ কে এম শাহাদাৎ হোসেন, উপপরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।
১৫. জনাব এ বি এম শাহীনুজ্জামান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, পঞ্চগড়।
১৬. জনবা মৃদুল কুমার আচার্য্য, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উখিয়া, কক্সবাজার (বর্তমানে সংযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর)
১৭. বেগম নাসিমা ইয়াসমিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, কুষ্টিয়া।
১৮. জনাব মো: আবুল কাশেম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, নড়াইল।
১৯. জনাব মো: আব্দুল মতিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জুড়ী, মৌলভীবাজার।
২০. বেগম তানিয়া পারভীন, পরিকল্পনা অফিসার, ধামরাই, ঢাকা।
২১. জনাব মো: সোহেল রানা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পবা, রাজশাহী।
২২. ড. মোসা: লায়লা আর্জুমান্দ বানু, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, কালাই, জয়পুরহাট
২৩. ডা: এ কে এম শামছুদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উজিরপুর, বরিশাল।
২৪. ডা: মো: শামছুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর।

২৫. ডা: মো: শাহজাহান, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৬. ডা: রনজিৎ কুমার বর্মন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
২৭. ডা: আফরোজা বেগম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ, রংপুর।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. মহাপরিচালক (প্রশাসন)ও প্রকল্প পরিচালক এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য).....বিভাগ।
৫. বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা).....বিভাগ।
৬. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৮. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. সিভিল সার্জন,..... জেলা।
১১. উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা),.....জেলা।
১২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা.....।
১৩. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা.....।
১৪. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১৬. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

22.02.2017

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল: monitor@mohfw.gov.bd